20018 - আকীকার হুকুম এবং দরদ্রিরে ওপর থকেে কি আকীকার হুকুম মওকূফ হয়?

প্রশ্ন

আল্লাহ আমাকে একজন সন্তান দয়িছেনে। আমি শুনছেি আমার স্বামীকে আকীকাস্বরূপ দু'টি ছাগল জবাই করতে হবে। বপিুল পরমিাণ ঋণ থাকায় তার যদি আর্থকি সঙ্গতি না থাকে তাহলে তার ওপর থকেে কি এই হুকুম মওকূফ হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

আকীকার হুকুমরে ব্যাপারে আলমেদরে মাঝে মতভদে রয়ছেে। তারা মোট তনিটি মত পোষণ করনে:

কউে মনে করনে এটা ওয়াজবি। কউে মনে করনে এটা মুস্তাহাব। আর কউে মনে করনে এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। সম্ভবত শষে মতটা প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

স্থায়ী কমটিরি আলমেরা বলনে:

আকীকা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ছলেে সন্তানরে পক্ষ থকেে দুটি ভড়ো (বা ছাগল); এমন দু'টি যগেুলো কুরবানী করার উপযুক্ত; আর ময়েে সন্তানরে পক্ষ থকেে একটি ভড়ো (বা ছাগল); যা সপ্তম দনিে জবাই করা হবে। সপ্তম দনিরে চয়েে বশেি দরেী হয়ে গলেে যে কোনো সময়ে জবাই করা জায়যে হবে। দরেী করার কারণে গুনাহ হবে না। তবে সম্ভব হলে আগভোগে করা উত্তম।

'ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ' (১১/৪৩৯)

তবে তারা একমত যে দরদ্রি ব্যক্তরি উপর এটা আবশ্যক নয়; ঋণী ব্যক্তরি উপর তো নয়-ই। আকীকার থকেওে গুরুত্বপূর্ণ বষিয় যমেন হজ্জও ঋণ পরশিোধরে উপর অগ্রাধকিার পায় না।

সুতরাং আপনার স্বামীর আর্থকি অবস্থার কারণে আপনাদরে উপর আকীকা আবশ্যকীয় নয়।

স্থায়ী কমটিকিে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি:

‘আমার কয়কেজন সন্তান আছে। অর্থসংকটে আমি তাদরে কারো আকীকা করতে পারনি। যহেতেু আমি চাকুরজিীবী। আমার বতেন সীমতি; যটো দয়িে মাসকি খরচ ছাড়া অন্য কছিু করা যায় না। ইসলামরে দৃষ্টতিে আমার ছলেদেরে আকীকা দওেয়ার হুকুম কী?’

তারা উত্তর দয়িছেনে:

প্রশ্নে আপনি আপনার আর্থকি সংকটরে কথা উল্লখে করে জানয়িছেনে য, আপনার আয় দয়িে শুধু আপনার নজিরে ও পরবিাররে খরচ চল; যদি বাস্তবতা এমনই হয় তাহলে আল্লাহ্র নকৈট্যরে নমিত্তি আপনার ছলেদেরে পক্ষ থকেে আকীকা না দলিে এতে কোন গুনাহ হবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলছেনে: “আল্লাহ কোনো ব্যক্তকিে তার সাধ্যাতীত কছিু চাপয়িে দনে না।”[বাকারা: ২৮৬] তনিি আরও বলনে: “তবে তনিি দ্বীনরে ব্যাপারে তোমাদরে ওপর কোনো কষ্ট চাপয়িে দনেনি।’[হজ্জ: ৭৮] তনিি আরও বলনে: “তোমরা তোমাদরে সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করো।”[তাগাবুন: ১৬] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে বর্ণতি আছে তনিি বলনে: “আমি যদি তোমাদরেকে কোনো নর্দিশে প্রদান করি, তাহলে সাধ্যমত তোমরা সটো পালন করো। আর যদি কোনো কছিু করতে নষিধে করি, তাহলে তোমরা সটো থকেে বরিত থাকো।” আপনার জন্য যখন সহজ হবে তখন আকীকা করাটা শরীয়তে অনুমোদতি।[ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়মিাহ (১১/৪৩৬, ৪৩৭)]

স্থায়ী কমটিকিে আরো জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি:

‘এক লোকরে কয়কেজন ছলেে আছে। তনিি তাদরে কারো পক্ষ থকেে আকীকা করনেনি। যহেতেু তনিি দরদ্রি ছলিনে। কয়কে বছর পরে আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাকে ধনী করছেনে। তার উপর আকীকা দয়ো কি আবশ্যক হব?’

তারা উত্তর দয়িছেনে: ‘আপনি যমেনটা উল্লখে করছেনে বাস্তবতা যদি এমনই হয় তাহলে তার করণীয় হলো প্রত্যকে ছলেরে পক্ষ থকেে দুটি করে ছাগল জবাই করা।’[ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ (১১/৪৪১, ৪৪২)]

শাইখ ইবনে উছাইমীনকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি:

এক লোকরে কয়কেজন ছলে-ময়েে আছে। তনিি অজ্ঞতাবশতঃ কংিবা অবহলোর কারণে তাদরে কারো আকীকা দয়েনি। এখন তাদরে কউে কউে বড়। এই ব্যক্তরি করণীয় কী?’

তনিি উত্তর দনে:

‘যদি তনিি এটা আগে না জনেে থাকনে কংিবা কাল দবি, পরশু দবি করতে করতে দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়— তাহলে তনিি এখন তাদরে পক্ষ থকেে আকীকা করলে সটো ভালো। আর যদি আকীকা দয়োর শরয়ী সময়ে তনিি দরদ্রি থাকনে তাহলে তার ওপর কোনো দায় নইে।’ [লকিাউল বাবলি মাফতূহ (২/১৭-১৮)]

অনুরূপভাবে এই ব্যক্তির পরিবারের ওপর তার পক্ষ থেকে জবাই করা ওয়াজিব নয়; তবে করলে জায়েয হবে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দৌহিত্রদ্বয় হাসান ও হুসাইনের পক্ষ থেকে আকীকা করেছিলেন। এটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ (২৮৪১) ও নাসাঈ (৪২১৯)। শাইখ আলবানী তার 'সহীহ আবু দাউদ' (২৪৬৬) গ্রন্থে বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন।

দুই:

যদি আপনাদের হজ্জ পালন ও আকীকা করা একটি অপরটির সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়; তাহলে অকাট্যভাবে হজ্জ প্রাধান্য পাবে। আপনারা যদি নিজেদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আকীকা করতে চান সেটা সন্তানেরা বড় হয়ে গেলেও করা যেতে পারে। যারা দাওয়াত খেতে আসবে তাদেরকে আকীকার কথা বলার আবশ্যকতা নেই। আর আপনাদের এ কাজ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করাটাও তাদের জন্য বৈধ নয়। কারণ আপনারা সঠিক কাজ করেছেন। আকীকার গোশত রান্না করে মানুষকে দাওয়াত খাওয়ানো শর্ত নয়। বরং কাঁচা মাংস বণ্টন করাও বৈধ।'

স্থায়ী কমিটির আলেমরা বলেন,

'আকীকা হলো সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে জবাইকৃত পশু। এটা সন্তান প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দেওয়া হয়। সেই সন্তান ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক। আকীকার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে এটি সুন্নাহ। যিনি নিজ সন্তানের পক্ষ থেকে আকীকা দিচ্ছেন তিনি মানুষকে নিজ বাড়িতে বা অনুরূপ কোনো জায়গায় আকীকার গোশত খেতে দাওয়াত দিতে পারেন। আবার কাঁচা বা রান্নাকৃত গোশত দরিদ্র লোকজন, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্যদের মাঝে বণ্টন করতে পারেন।'

ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ (১১/৪৪২)।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।